OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 680 - 688
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শোলাশিল্পের গুরুত্ব : ব্যবহারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিত

আশিস হালদার
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী
Email ID: ashishalder2011@gmail.com
ও
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
প্রফেসর, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী
Email ID: drsujaykmandalku@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Place, Tools, Function, Social, Religious, Motif, Shola Art, Technique, Materials.

Abstract
Among the various forms of folk art, Shola art is one of the most notable examples. Rural folk artists create unique artistic objects using simple tools, their own intelligence, and indigenous techniques. Shola art is found almost throughout West Bengal—such as in Kolkata, Kumartuli, Khardah, Maheshpur, Katwa, Jamuria, Bishnupur, Sonamukhi, Khoyrasol, Howrah, Krishnanagar, Murshidabad, and other places. Shola is a type of aquatic plant, and it is the primary material used in this craft. In addition to shola, materials like zari, sequins, embossed paper, colored paper, and tracing paper are also used nowadays. The main tool used is called a kat, along with scissors, knives, narun, chisels, interlock scissors, embossing machines, tumna, rolling pins, compasses, and other implements. Various items are made from shola, such as topor (traditional headgear), kadam flowers, chandmala (garlands), sithimor, pathasi, trees, and creepers, decorative backdrops (chalchitra) for idols, idol decorations, and different types of figurines. Various design motifs are used in this art; including peacock, lotus, kalka, moon, karela, chaki, half-chaki, flower-chaki, five-petal, seven-petal, and tooth-pattern designs. Shola art has significant practical, social, and religious importance. Shola items are used for home decoration, such as peacock-shaped boats, ornamental structures (ambari), elephants, masks of Goddess Durga, and statues of famous personalities. It is widely used in social ceremonies like weddings and annaprashan (rice-feeding ceremony). It is also used for decorating ceremonial pavilions (mandaps). In religious rituals, the use of shola art is very prominent. It is widely seen in Durga Puja, Kali Puja, Jagaddhatri Puja, and other festivals. Additionally, it is used in Manasa Puja, Chandi rituals, Bishahari worship, and even in the making of Tazia in Muslim traditions.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

ভূমিকা : লোকশিল্প লোকসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা। আর লোকশিল্পের অন্তর্গত শিল্প আঙ্গিকগুলির মধ্যে অন্যতম দৃষ্টান্ত হল শোলাশিল্প। শোলার মতো সাধারন বস্তু দিয়ে তৈরি হয় অলংকার সজ্জার, আচার অনুষ্ঠানের ও ঘর সাজানোর জন্য ব্যবহৃত নানা শিল্প দ্রব্য। এই সাদা ও নরম একটি উপাদানের মাধ্যমে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যগুলির সৃষ্টি বিশেষ শিল্পকৌশলতার পরিচয়বাহী। গ্রামীণ লোকশিল্পীরা সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি, নিজস্ব শৈল্পিক বুদ্ধি এবং দেশীয় প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে যে অনন্য সাধারণ শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে তা অতুলনীয় এবং প্রশংসার দাবি রাখে। যেকোনো জাতির জীবনে শিল্পের ভূমিকা অপরিহার্য। আদিম সমাজ জীবন থেকে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটে চলেছে। নতুন ভাবাদর্শের সংস্পর্শে লোকসংস্কৃতিতে বিবর্তন ঘটেছে, আবার গতিবেগ ও এসেছে। এই পরিবর্তিত গতিশীল লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান হল শোলাশিল্প, যা যুগ যুগ ধরে বাঙালির দেবদেবীর অঙ্গসজ্জা, বাংলার গৃহসজ্জা, শিশুর বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে পরিণত হয়েছে এবং বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃহ করেছে। বাংলা নিজস্ব ডাকের সাজ, চাঁদমালা, শোলার কদম, টোপর, কদম ফুল বিবর্তনের ধারায় উঠে আসা বিভিন্ন মূর্তি, ময়ূরপঙ্খী নৌকা,তাজমহল আজ শুধু বাঙালিকে নয় বাংলার বাইরেও তথা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে করে তুলেছে মুগ্ধ ও অভিভূত। শোলা গাছ অনেকটা লজ্জাবতী গাছের মতো দেখতে হয়। এটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ। জলের উপরে এই লতা গাছটি ভেসে থাকে। জলের নিচে থাকে কান্ড এবং ডালপালা। এগুলি দুই থেকে দশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। কান্ডটি লম্বাকৃতি গোলাকার কালো রোয়া যুক্ত,কান্ড দুই ইঞ্চি থেকে ছয় ইঞ্চি পর্যন্ত হতে পারে। কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং খুব নরম প্রকৃতির। শোলার কাঁচা কান্ড এবং ডালপালা জল থেকে তুলে রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়। উপরের কালো রোয়া যুক্ত ছালটি ধারালো কাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরের সাদা অংশটি শিল্পের মূল উপাদান।

অঞ্চল : পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী লোক-শিল্পকলার অন্যতম লোকশিল্প হল শোলাশিল্প, যার খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। বাঁকুড়ার ঘোড়ার মতো এটিও আজ বিশ্বের দরবারে সমাদৃত। বাংলার প্রতিটি ঘরে লক্ষ করা যায় শোলার তৈরি নানা সামগ্রী। শুধু গ্রাম বাংলা নয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শোলার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শোলা শিল্পের জন্মদাতা মালাকার সম্প্রদায়। তবে বর্তমানে শোলা শিল্প মালাকারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও শোলার শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শোলা শিল্প লক্ষ্য করা যায়। যেমন— কলকাতার কুমোরটুলি, মানিকতলা, নতুন বাজার, ২৪ পরগনা খড়দহ, মহেশপুর, বারুইপুর, বর্ধমানের কাটোয়া, জামুরিয়া, দোমহিনি, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পোকাবাধ, সোনামুখী, বীরভূমের শুরুল, বল্লভপুর, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, মেদিনীপুরের গরবেতা, তমলুক, হাওড়ার আমতা, বালি, জগতবল্লভপুর, হুগলির উত্তরপাড়া, চন্দননগর, ডানকুনি, শিয়াখালা, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, বাদকুল্লা, তেহট্ট, মুর্শিদাবাদের খাগড়া, হাতিনগর, আইসবাগ, জিয়াগঞ্জ, মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, প্রভৃতি জেলায় শোলাশিল্পের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

শোলা একধরনের জলজ উদ্ভিদ। যা সাধারণত বিভিন্ন ডোবা, জলাশয়, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি স্থানে জন্মায়। শোলা শিল্পের মূল উপাদান এই শ্বেত শুভ্র শোলা। সারা পৃথিবীতে শোলা গাছের নানান প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম। ইংরেজিতে Sensitive Malayan vetch, joint vetch, budda pea, Indian jointut vetch, northern joint vetch, curly indigo, ফরাসি Eschyomene এগুলি সবই সারা পৃথিবীর শোলা গাছের বিভিন্ন প্রজাতির কথা স্মরণ করায়। তবে পশ্চিমবঙ্গে সাধারণভাবে sola, Sola pith plant নামে পরিচিত। Aeshynomene indica (L) হল শোলা শিল্পের মূল উপাদান। এটির আবার দুটি প্রজাতি পাওয়া যায়। যথা— Kath sola (কাঠ শোলা), (Bhat sola) ফুলশোলা বা ভাত শোলা। কাঠশোলা সরু দন্ডের মত কঠিন ও শক্ত প্রকৃতির। এই শোলা দিয়ে সুন্দর শিল্পদ্রব্য তৈরি করা যায় না। আরেকটি শোলা ভাতশোলা বা ফুল শোলা, যা দিয়ে শোলার যাবতীয় সামগ্রী তৈরি করা যায়।

শোলা গাছ অনেকটা লজ্জাবতী গাছের মতো দেখতে হয়। এটি লতা জাতীয় উদ্ভিদ। জলের উপরে এই লতা গাছটি ভেসে থাকে। জলের নিচে থাকে কান্ড এবং ডালপালা। তিন থেকে দশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। শোলার কাঁচা কান্ড এবং ডালপালা জল থেকে তুলে রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়। শোলাগাছের যে অংশটি জলের উপরে থাকে সেই অংশে কার্তিক - অগ্রহায়ণ মাসে ছোট ছোট হলুদ রংয়ের ফুল ধরে। ফুল থেকে মটরশুঁটির মতো ছোট ছোট ফল হয়, যার মধ্যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কলায়ের মত বীজ থাকে। সময়ের গতিতে এই বীজগুলি ঝরে পড়ে পাকের মধ্যে। যা থেকে আবার গাছ জন্মায়, শোলা গাছে ডগা থেকে গোড়া অব্দি কালো রঙের মূলরোমের আচ্ছাদন থাকে। শোলাগাছের কান্ডের রং জলে থাকা অবস্থায় হালকা সবুজ ও গোড়ার দিকটা হালকা হলদেটে সবুজ রংয়ের হয়ে থাকে। শোলা গাছ লম্বায় প্রায় ৬ থেকে ১০ ফুট হয়। তবে শুকোবার পরে অর্থাৎ যখন ডাটাগুলির রং বাদামী হয়ে যায়, তখন এর ব্যাস দুই থেকে তিন ইঞ্চি মাপের হয়। ডাটির উপরের বাদামী খোসা ছাড়ালে ভেতরে সাদা রঙের একটা অংশ দেখা যায়, যাতে ঝিনুকের মতো সূর্যের সাত রঙের ছটা লক্ষ্য করা যায়। এটিই হল শোলা শিল্পের মূল উপাদান।

উপকরণ : শোলাশিল্পে মূলত মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষ প্রধানত দেশে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কাত বা কাইত, কাঁচি, ছুরি, নুরুন, বাটালি, জিকজাক কাঁচি, বসমা পেশায় মেশিন বা তৈভাজা কল, তুমনা, স্কেল, ছুঁচ, ছেকনি, পাইপ, হাতুড়ি, করাত, বেলনা, কম্পাস, চেয়ারি, স্বর্ণা, পাটা, স্ট্যাপলার, পেন্সিল, কাঁচ কাটা হীরে ইত্যাদি। শোলা শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির আঞ্চলিক নামের মধ্যে তারতম্য লক্ষিত হয়। শোলা দিয়ে শিল্পীরা নানা ধরনের শিল্পদ্রব্য নির্মাণ করেন।

শিল্পেরবিষয় : এই শিল্পের বিষয়গুলি আলোচনার নিরিখে শোলাশিল্পের যাবতীয় সামগ্রীগুলি তুলে ধরা হল। শিল্পীরা শোলার কদম, ফুলের মালা, টোপর, সিঁথি মোড়, পাটাসি, চাঁদ মালা, গাছ, লতা পাতা, কদমঝুড়ি, মাছ, পাখি, বিভিন্ন জন্তু জানোয়ার, পুতুল রাস উৎসবের দ্রব্যাদি, ঠাকুর দেবতার সাজ, প্রতিমার চালচিত্রের দ্রব্যাদি, মঞ্চোসজ্জার বিভিন্ন সাজ, বিখ্যাত মহাপুরুষদের মূর্তি, মন্দির, তাজমহল, রাজা রানী, রাজকীয় হাতি ঘোড়া, বাঁদর, কুমির, প্রজাপতি, বাঘ, হরিণ, কলসি কাঁখে নারী, উড়োজাহাজ, ময়ূরপঙ্খী নৌকা ইত্যাদি।

মোটিফ : মালাকার শিল্পীদের শিল্প দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের অলংকরণ শৈলীতে। শিল্পীরা শোলা এবং কাপ দিয়ে অপরূপ শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন। মালাকার শিল্পী সমাজের রসচেতনা, সৌন্দর্য বোধ ও নান্দনিকতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরায় দেশীয় পদ্ধতিতে শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন। শোলাশিল্প সামগ্রী অলংকরনের প্রথম পর্যায়ে একটি গোটা শোলা নেওয়া হয়। শোলাকে কাত দিয়ে বাদামি ছাল ছাড়িয়ে সাদা অংশ বের করে দেওয়া হয়। এবার সাদা শোলাকে যে নকশা করা হবে সেই অনুযায়ী কেটে নিতে হয়। বিট কাটলে ১০ ইঞ্চি থেকে ১২ ইঞ্চি মাপের শোলাকে কাঠ দিয়ে সরে শুরু করে সুতোর মতো লম্বা লম্বা করে কাটা হয়। একে 'সুতেন' বলা হয়। এবারে চাকি, মটরদানা, সুসুনিপদ্ম, ইত্যাদি নকশা করলে প্রথমে শোলার গায়ে কাত দিয়ে নকশা করে নিয়ে প্রস্থ বরাবর পিস পিচ করে কাটা হয়। শোলার নক্সার কাজ খুব দুরুহ কাজ। কাত দিয়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে হয়। একটু চাপ লাগলেই শোলা ভেঙ্গে যায়। এছাড়া কাত খুব ধারালো হয় যার ফলে হাত কেটে যেতে পারে। এ কাজে যথেষ্ট ধৈর্য এবং মানসিক একাগ্রতা সহকারে কাজ করতে হয়। সরু সুক্ষ লোহার কাত দিয়ে শোলাকে কেটে কেটে নকশা তৈরি করা হয়। যেমন— ময়ূর, ঘট, পদ্ম, কলকা, চাঁদ, গোলচাঁকি, হাফচাকি, পাঁচ ফল, তিন ফল, সাত ফুল, প্রজাপতি, ডাব, শিউলি ফুল, মটর দানা, যবশিস, করলা চাকরি, মালাবিট, দাত বিট, একধেরে, সোলার একদিকে দাঁত দাঁত করে কাটা, দুধেরে, পান, পাতা, চকলো, জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশা ইত্যাদি। এই সমস্ত নকশা দিয়ে শিল্পী বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী নির্মাণ করেন।

শোলাশিল্পীদের কাজের দক্ষতার নিরিখে বিভিন্ন মোটিফ ফুটে ওঠে। এ শিল্পের শিল্প চেতনা ফুটে ওঠে মোটিফের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের উপর। এককথায় মোটিফ হল শিল্পীর অভিজ্ঞতার ফসল, যা কিনা বাস্তবে প্রতিফলন, ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ও জ্যামিতিক নকশার প্রয়োগ। এর মধ্যে দিয়েই শিল্পীর নান্দনিক বোধ ও মনস্তত্ত্ববোধের প্রকাশ ঘটে। শোলাশিল্পীরা শোলায় নানা ধরনের নকশা ব্যবহার করেন, যার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় লোকশিল্পের বিভিন্ন রকমের মোটিফ যেমন— ময়ূর যার ব্যবহার সব থেকে বেশি, কলকা, হাফ চাকি, ফুল চাকি, শুতেন, মটরদানা, শুশুনি পদ্ম, করলা চাকি, দাঁত বিট, পাতা, রোল, পান, জ্যামিতিক নকশা প্রভৃতি। শোলাশিল্পীরা অলংকরণ অনুসারে মোটিফের বিভিন্ন নাম দেন। যেমন শোলাকে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একদিকে বাদামের খোসার মতো ঢেউ খেলানো করে কাটলে 'বাদামি বিট', পাতলা করে শোলাকে কাটলে, 'সুতেন', শোলাকে একদিকে করাতের মত দাঁত দাঁত করে কাটলে 'একধেড়ে', দুদিকে করাতের মতো কাটলে 'দুধেরে', গোল করে ঘুরিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিলে 'রোল', রোল থেকে প্রস্থচ্ছেদ বরাবর পাতলা করে কাটলে নাম হয় 'চাকি', বরফির মত কাটলে 'বরফি' পাঁচটি পাপড়ির নকশা করে কাটলে 'শুশুনিপদ্ম', শোলার গা থেকে কেটে কেটে সরু সরু করে কেটে অংশ তুলে নিয়ে প্রস্থ বরাবর পাতলা করে কাটলে নাম হয় 'খাজানো চাকি', পানের মতো করে উপরের দিকে খাঁজ করলে নাম হয় 'খাজানো পান' পানির মতো হলে 'পান', নিচের দিকে একবার খোঁজ করে উপরে খাজানো হলে নাম হয় 'পাতা' প্রভৃতি। শিল্পে ব্যবহৃত মোটিফগুলি নানা অর্থ বহন করে। যেমন পদ্ম পবিত্রতা ও সৌভাগ্যের প্রতীক, মাছ মঙ্গলের প্রতীক, পাখি বিবাহের প্রতীক, পবিত্রতা ও কল্যাণের প্রতীক প্রকৃতি।

ব্যবহারিক গুরুত্ব : শোলা শিল্পের ব্যবহারিক গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এই শোলার সামগ্রী ব্যবহার করেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। শোলার বিভিন্ন সামগ্রী নির্মাণের পাশাপাশি জেলে সম্প্রদায়ের মানুষরা খাল বিল বা পুকুরে মাছ ধরার ক্ষেত্রে শোলা ব্যবহার করেন। ভোলাকে ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি মাপের কেটে নিয়ে, শোলার মাঝখানে কট বা নাইলনে সুতো জড়িয়ে তার শেষ প্রান্তে বরশি জুড়ে দেন। সেই বড়শিতে মাছের খাবার দিয়ে জলে শোলাকে ভাসিয়ে দেন। বড়শিতে মাছ বাধলেও শোলা যেহেতু জলে ভাসে তাই মাছ শোলাকে দূরে নিয়ে চলে গেলেও শোলা ডোবে না। পরে জেলেদা জল থেকে মাছসহ শোলা তুলে সংগ্রহ করেন। আবার ঘড়ির ময়লা পরিষ্কার এর ক্ষেত্রে শোলা ব্যবহার করা হয়। শোলার ভেতরের সাদা অংশ স্বর্ণ দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে তা পেট্রোলে ডুবিয়ে ঘড়ি পরিস্কার করা হয়। ইংরেজ আমলে শোলার তৈরি টুপির ব্যাপক প্রচলন ছিল। যদিও বর্তমানে এই টুপির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না। একসময় এই বিশেষ টুপির মাধুর্য ছিল। সম্পূর্ণ শোলা দ্বারা এই টুপি শিল্পীরা নির্মাণ করতেন। আদিবাসী মেয়েরা শোলার ফুল মালা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খোপায় শোভা বর্ধনের জন্য ব্যবহার করেন। রাসের মেলা বা রথের মেলায় শিল্পীদের শোলার সামগ্রী বিক্রি করতে দেখা যায়। যেমন— ফুল, মালা, পাখি, ফল, কদমঝাড় চোরকি, পুতুল, এছাড়া বক, কাকাতুয়া,শালিক,টিয়া প্রভৃতি পাখি।

মালাকার সম্প্রদায় মানুষেরা নিরলস পরিশ্রম করে নানা রকম সামগ্রী নির্মাণ করে জীবন ধারণ করছেন। জীবন ও জীবিকা তাগিদে শুধুমাত্র মালাকাররা নন অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষেরাও এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। মালাকাররা অতি সাধারণ মানের কয়েক টুকরো শোলা দিয়ে পুতুল খেলনা পাখি তৈরি করেন। একসময় রাস উপলক্ষে কারিগরেরা শোলার পুতুল তৈরি করে রাসমঞ্চ সাজাত তার উল্লেখ পাওয়া যায় লেখক কমল কুমার মজুমদারের ১৯৫১ সালের একটি লেখাতে—

> "বাবুদের বাড়িতে যখন রাস হত তখন দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসতো দেখতে, এক উঠোনেই প্রায় দশটা গ্রাম। মেলা বসত ভারি জৌলুষ হত। রাসে ঠাকুরকে সাজাবার যে কি ঘটা - রাশ রাশ ফুল দিয়ে হরেক রকম গহনা করতো মালাকাররা। আর দালানগুলো সাজাতো রকমারি শোলারপাখি, মুখোশ, ফুল দিয়ে। পাখিগুলো হাওয়ায় নড়ে, সামনে গ্যাসের আলো - মনে হত পাখিগুলো সত্যি। ...এদিকে মেলাতেও তেমনি থরে থরে নানান খেলনা বসেছে, রং করা শোলার তৈরি সমস্ত কিছু খেলনা ভারী চমৎকার দেখতে লাগে। বাংলাদেশের শোলার কাজ অন্য অন্য দেশের লোক চেয়ে দেখে, তারা কিনে নিয়ে যাই, ঘরে যত্ন করে রাখে।"[১]

শোলার তৈরী সামগ্রী শিশুর বিনোদনের বিষয় হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। 'ঝাঁক পাখি' নামে পাঁচ সাতটি থাক বিশিষ্ট একটি ঝারা নির্মাণ করেন শিল্পীরা। শিশু যেখানে বিছানায় শুয়ে থাকে সেখানে উপর থেকে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এই ধারায় অনেক চড়ুই পাখি থাকে। শিশু যখন কান্না করে তখন এই ঝারাটি হাওয়ায় দুলে ফলে শিশুর কান্না থেমে যায়।

শোলার সামগ্রী পূর্বে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল। বর্তমানে উৎসব অনুষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের ঘর সাজাবার উপকরণ হিসেবে যেমন ব্যবহার হয় তেমনি উপহার বা স্মারক হিসেবেও

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বর্তমানে প্রচুর ব্যবহার হয়। বেশিরভাগ শিল্পীরা পূজার সিজন বাদে বছরের অন্য সময় নানারকম শিল্প সামগ্রী তৈরি করেন। এগুলিকে মডেল বলে। যেমন— দুর্গা মূর্তি, কালীমূর্তি, বিশ্বকর্মা আমবাড়ি হাতি, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, বাজরা, রথে সারথি কৃষ্ণসহ অর্জুন, পালকি, কুলোতে বিভিন্ন মুখা বা অর্ডার অনুযায়ী যেকোন মূর্তি, ফুলদানি, নেতাজি মূর্তি প্রভৃতি। এগুলি শিল্পীরা অত্যন্ত কারুকার্যমণ্ডিত করে নির্মাণ করেন। এগুলি ছোট বা বড় এক থেকে দু-ফুট পর্যন্ত হয়। কাচের বাক্সে দেশে বা বিদেশে পাড়ি দেয়। শিল্পীরা এগুলি নিজে বাড়ি থেকে বা দোকানে দিয়ে বিক্রি করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ 'মঞ্জুষা' এই সামগ্রীগুলি নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করেন। সমস্ত বিভিন্ন মডেলগুলি শিল্প সচেতন মানুষ গৃহসজ্জার একবিশেষ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন। আবার বর্তমানে এগুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপহার সামগ্রী স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সমস্ত শিল্পীরা মডেল নির্মাণ করেন তারা সারা বছর এই শোলার কাজ সম্পাদন করেন। যে সমস্ত শিল্পীরা কেবলমাত্র প্রতিমা সাজ বানান তারা বছরে বেশিরভাগ সময় অর্থনৈতিক তাগিদে অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। শোলার তৈরি বিভিন্ন মডেল বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। প্রতিবছর সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সেখানে বিভিন্ন স্থানের শিল্পীরা নিজের ইচ্ছামত মডেল তৈরি করেন এবং সম্মানিত হন।

শোলার তৈরি মডেলগুলিকে দশ কুড়ি বছর অক্ষুন্ন অবস্থায় রাখা যায়। এর সাদা রং অনেকদিন পর্যন্ত সাদা থাকে। পোকার হাত থেকে বাঁচাতে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। শোলা গাছ পরিবেশের সহায়ক এর থেকে কোন রূপ দূষণ হয় না।

সামাজিক ও ধর্মীয় নানা অনুষ্ঠানে শোলার ব্যবহারে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা খুবই কঠিন। দুটি বিষয়ই প্রায় কাছাকাছি অবস্থান করেছে। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, অন্নপ্রাশন, মন্ডপ সজ্জা প্রকৃতিতে শোলার ব্যবহার অপরিহার্য। বাঙালি বিবাহের অনুষ্ঠানে টোপর ও সিথিমোড় এক বিবাহের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে সুদূর কাল থেকে চলে আসছে। টোপর যে কিভাবে বিয়ের অপরিহার্য অঙ্গ হল সেই ইতিহাস আমাদের আজও অজানা। টোপর শঙ্কু আকৃতির। আর্ট পেপারের উপর ফরমা করে আঠা দিয়ে জুড়ে সেখানে নানা রকম নকশা সাঁটানো হয়। জরি ও চুমকির ব্যবহার করা হয়। টোপরের খোলা দিকে দু-ধারে শোলার কদম ফুল ঝোলানো হয়। বাঙালি বধুর সিঁথিমোড় পরিধান করেন বিবাহের সময়। একসঙ্গে ৫০ থেকে ৬০টি কাগজে নতুন দিয়ে পোকানো হয়। তারপর এক একটি কাগজের উপর শোলার কলকা, বেঁকি, পান পদ্ম, বিট মটর দানা প্রভৃতি নকশাকে পুঁতে বা ফেবিকল আঠা দিয়ে যথাস্থানে শিল্পীরা বসিয়ে সিঁথিমোর তৈরি করেন। এগুলি বিবাহের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এগুলি বিভিন্ন দামের হয়। অন্নপ্রাশনে ছোট টোপর ব্যবহার করা হয়। শোলার ফুলের মালা টোপরের সঙ্গে সেট হিসেবে দুটি থাকে। বিয়ের সময় মালাবদল এই শোলার মালা দিয়ে করা হয়। এই মালা মাঙ্গলিক ও পবিত্রতার চিহ্ন হিসেবে সূচিত হয়।

মন্ডপ সজ্জাতে শোলার ব্যবহার অতুলনীয়। কাটোয়ার বনকাপসী গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে শিল্পীরা শোলা দিয়ে শক্ত করে ঘট, শিবের মুখ, ডাব, পদ্মফুল, আনারস, প্রভৃতি সামগ্রী তৈরি করেন। সেগুলি বিভিন্ন মন্ডপে মন্ডপ শয্যার কাজে ব্যবহার করা হয়। ছাঁচে শোলার সঙ্গে আঠা দিয়ে আঙুল দিয়ে চেপে এগুলি তৈরি করা হয়। এবং বিভিন্ন স্থানে যথপযুক্ত রং, অভ্র লাগানো হয়। এগুলি পূজা মন্ডপে দেওয়ালে আটকানো হয়। বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেলের গেটে শোলার নানা রকম নকশা ব্যবহার করা হয়। প্রায় প্রতিবছর বড় বড় পুজো প্যান্ডেলে শোলা দিয়ে নানা নকশা করা হয়। বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত বিয়ের অনুষ্ঠানে শোলার মন্ডপ তৈরি করা হয়। এগুলি তৈরি করতে শিল্পীর অনেক দিন সময় লাগে এবং অনেক শিল্প শ্রমিক এখানে কাজ করে। কুমোরটুলির শিল্পী শম্ভুনাথ মালাকার কলকাতা একটি বিয়ে বাড়ির সম্পন্ন সেট শোলা দিয়ে তৈরি করেছিলেন। এই মন্ডপ সজ্জা যেমন অলংকার ধর্মী হয় তেমন এখানে নানা কাহিনী ও চিত্রিত হয়। মন্ডপ সাজাতে শিল্পীরা কাঠ, কাপড় বা চটের উপর আঠা দিয়ে বিভিন্ন নকশা সেট করেন।

বর্তমানে জাঁকজমকপূর্ণভাবে বিবাহের তত্ত্ব সাজানো হয়। কাটোয়ার বনকাপাসি গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষার পদে দেখা যায় শিল্পী কালিপদ রায় শোলা দিয়ে তত্ত্ব সাজানোর কাজ করছেন। শিল্পী প্রথমে খবরের কাগজ দিয়ে কুলোর ডাইস তৈরি করছেন। তারপর মোটা থার্মোকল কুলোর ডাইসের মাপে কেটে নিচ্ছেন। সামনের দিক খোলা রেখে চারিদিকে দেড় ইঞ্চি মাপের থার্মোকল কেটে খাড়া করে ফেভিকল আঠা দিয়ে ধার তৈরি করে নিচ্ছেন। এবারে কুলোর সামনের অংশ কালারিং

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মার্বেল পেপার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এবারে শিল্পী শোলার বিভিন্ন নকশা কেটে নিয়ে কুলোর বডার ও মাঝের অংশে শোলার বিভিন্ন নকশা আঠা দিয়ে সেট করছেন। এই শোলার ট্রে-গুলি বিবাহ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন তত্ত্বের সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়। পুতুল নাচ বাঙালি সমাজে একবিশেষ পরিচয় বহন করে। এই পুতুল নাচেও শোলা শিল্পের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার : ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত শোলার সামগ্রী নির্মাণ করা হয় সেগুলির বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। শোলাশিল্প ও মালাকারদের জন্ম বৃত্তান্তের উৎস সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীর কথা জানতে পারি। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে শোলা শিল্পের বিকাশ ও প্রসার লাভ করেছে ধর্মীয় রীতিনীতিকে কেন্দ্র করে। তবে আর ধর্মীয় রীতি-নীতিতে সীমাবদ্ধ না থেকে এখন এই শোলাশিল্প বিভিন্ন ব্যবহারিক নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে শোলার কাজের বড় বাজার তৈরি হয়েছে প্রতিমার সাজকে কেন্দ্র করে। শোলার সাজ কেবলমাত্র ডাকের সাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু বর্তমানে প্রতিমা শিল্পীরা প্রতিমার গায়ে মাটির সাজের বদলে শোলার সাজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করছেন যার ফলে ফলে শিল্পীদের কাজের চাহিদা বেড়েছে। শুধুমাত্র দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করেই শোলা শিল্পীরা কাজ করেন প্রায় তিন মাস। শিল্পীরা এই তিনমাস রাত-দিন পরিশ্রম করে সারা বছরের খোরাক যোগাড় করে রাখেন। দুর্গাপূজা, জগধাত্রীপূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতিতে প্রতিমায় ব্যাপক পরিমাণে শোলার সাজ ব্যবহার করা হয়। দুর্গাপূজা ও জগধাত্রী পূজাতে বড় ধরনের প্রতিমার সাজ শিল্পীরা নির্মাণ করেন, যার দাম প্রায় পাঁচ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। এই কাজগুলি শিল্পী ও কারিগররা যৌথ প্রচেষ্টাই করে থাকেন। দেবীর মাথার চূড়া থেকে পা পর্যন্ত বিভিন্ন অলংকার থাকে। বেশকিছু সময় পর্যন্ত এই দেবীর সাজ কেবলমাত্র শুধু শোলা দ্বারা নির্মিত হত। সেখানে বিভিন্ন রং, কাপড় ব্যবহার করা হত না। কিন্তু বর্তমানে মানুষের রুচিবোধ, সৌন্দর্যপ্রিয়তা পাল্টিয়েছে। আগে খবরের কাগজ বা সাদা কাগজের উপর শোলার বিভিন্ন নকশা আঠা দিয়ে শিল্পীরা মনের মত করে নকশা আঁকতেন। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় দেখা গিয়েছে পপলিন কাপড়ের উপর নকশা এঁকে সেই নকশা অনুযায়ী শোলার বিভিন্ন টুকরো সেট করা হচ্ছে। আবার কোথাও শিল্পীরা শোলার সাদা রঙের পরিবর্তে শোলা নানা রং করে প্রতিমা সাজ তৈরি করছেন মানুষের চাহিদা অনুযায়ী। বর্তমানে শোলার সাজের দাম বেড়েছে কিন্তু শোলা এবং আনুষাঙ্গিক উপকরণের দাম সে তুলনায় আরো বেশি হয়েছে। ফলে শিল্পীদের লাভ খুব কম হয়। কারিগরের খরচ দিতে টাকা থাকে না। শুধুমাত্র প্রতিমার সাজ বানিয়ে দিন যাপন করছেন পশ্চিমবঙ্গের এমন পরিবারের সংখ্যা অনেক আছে। শিল্পীরা পবিত্রতার সঙ্গে এই প্রতিমার সাজ তৈরি করেন। বিভিন্ন পুজোতে এই প্রতিমার সাজ এক অনন্য মাত্রা নিয়েছে। শোলাশিল্প বহু প্রাচীন শিল্প মাধ্যম হলেও দীর্ঘদিন যাবত এই শিল্প বিয়ের টোপর, মুকুট, মালা, ও সাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। মানুষ এই শিল্পকে গতানুগতিক ধর্ম ও সামাজিক উৎসবের একটি প্রয়োজনীয় শিল্প বলেই মনে করতেন। ফলে দিন দিন এই শিল্পের উপর মানুষের আকর্ষণ কমে গিয়েছিল। ভালো তো চরম অর্থনৈতিক দৈনতার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পিরা। বর্তমান মানুষ সৌন্দর্য প্রিয়। অনেক যাকজমকপূর্ণভাবে পূজা-আর্চা করেন। ফলে প্রতিমার সাজের এখন বাজার তৈরি হয়েছে। শোলা দ্বারা নির্মিত চাঁদ মালা শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে নির্মাণ করেন। চাঁদ মালা প্রতিমার এক অপরিহার্য অঙ্গ। শিল্পীরা জরি, চুমকি, শোলা প্রভৃতির সমন্বয়ে নানা রকম শিল্প দ্রব্য তৈরি করে থাকেন। এগুলি বিভিন্ন পূজা বা ব্রত অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয়। চাঁদমালা তৈরি ক্ষেত্রে শিল্পীরা দুটি শক্ত হাত সমান্তরালভাবে রেখে নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী মোটা আট বোর্ডের গোল চাকতি ছোট বা বড় মাপে তৈরি করেন তিনটি। চাকতি তিনটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে সুতোর সঙ্গে শক্ত করে আঠা দিয়ে আটকানো হয়। মোটা কাগজের উপর শোলার বিভিন্ন নকশা যেমন সুতেন, এক ধেরে, বিট, মটর দানা, যবশিস প্রভৃতি শিল্পীর মনের মতো করে আঠা দিয়ে লাগানো হয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্থানে জরি, চুমকি ব্যবহার করে সুন্দর করা হয়। গোল অংশের মাঝখানে কোন কোন সময় দেবীর নাম লেখাও হয়। উপরের দিকে কিছুটা সুতো বের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করে রাখা হয় যাতে ওই সুতো বাঁধা যায় বা দেবীর হাতের আঙুলে প্রবেশ করানো হয়। আর নিচের দিকে দুটি বা একটি শোলার কদম ঝোলানো হয়। সাধারণত দেবীর হাত ছাড়াও কোন মানত স্থানে বা গাছে চাঁদ মালা ঝোলানো হয়।

ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষ দোলঙ্গী ব্যবহার করেন। এটি শোলা দ্বারা নির্মিত এক সহজ সরল ও সাধারণ সামগ্রী। খুব কম সময়ে ও কম পরিশ্রমে এটি তৈরি করা যায়। একটি দোলঙ্গি তৈরি করতে সময় লাগে ৫ মিনিট যার বর্তমান দাম ৫ টাকা। দোলঙ্গী, মঙ্গল, ঘট বা অন্যান্য ঘটে বিভিন্ন পূজায় ঘটের কাধায় বাধা হয়। দৌলঙ্গীতে একটি চার ইঞ্চি মাপের শোলার পাতি ও দুদিকে একটি কান আঠা দিয়ে লাগানো হয়। কানের সঙ্গে একটি করে সুতো বাঁধা থাকে, যা ঘটে বাধা হয়। আবার বিবাহ অনুষ্ঠানে জল ভরার সময় যে মহিলা কলসি বা ঘট নেন তিনি কপালে এই দোলঙ্গী বাঁধেন। দোলঙ্গীতে বর্তমানে শিল্পীরা রং ব্যবহার করছেন। রং বলতে সাধারন মানের আলতা ব্যবহার করা হয়।

পূজা আর্চা নববর্ষ প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শোলার কদম ফুলের ব্যবহার এক প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত শিল্প সামগ্রী। লক্ষী পূজায় বাঙালির ঘরে ঘরে কদম ফুল ঝোলানো হয় মাঙ্গলিকতার প্রতীক হিসাবে। আবার নববর্ষের দিন প্রতিটি দোকানদার দোকানে শোলার কদম ঝোলান। দোকানদার সমৃদ্ধির জন্য নববর্ষের দিন শোলার কদম ফুল ঝোলান। কদম এখন বিভিন্ন রকমের হয়। এক কদম, তিন কদম, পাঁচ কদম প্রভৃতি। কদম ফুলের উপর দিকে পাতি, চাকি আটকানো থাকে। বর্তমানে কদমে রং করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীরা কদম তৈরির সময় কোচানোর পর দুই মুখ রঙে চুবিয়ে সুতোতে টান দেন। ফলে শুধুমাত্র কদমের মাথায় সামান্য অংশে রং লেগে থাকে। এগুলি দেখতে খুব সুন্দর লাগে।

প্রতিমার পিছনে যে গোলাকার চালি থাকে তাতে শোলার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চালিগুলি বাঁশ, কাঠ, কাগজ বা চট দিয়ে প্রথমে কাঠামো করে নেওয়া হয়। কাঠামোর চারি ধারে শোলার চালির নকশা গুলি সেট করা হয়। চালির নকশা তৈরি করতে প্রথমে শিল্পী পিচবোর্ডের উপর বা শক্ত কাগজের উপর নকশা এঁকে নেন। এবারে ৫০ থেকে ৬০টি দিস্তা কাগজ বা সেলোফেন পেপার একসঙ্গে করে সুতো দিয়ে বাঁধা হয়। শক্ত ডাইসটি বসিয়ে পেন বা পেন্সিল দিয়ে নকশা আঁকা হয়। নকশার মাঝের অংশগুলো নরুন, হাতুড়ি, বাটালি দিয়ে পোকানো হয়। তারপর এক একটা কাগজ নিয়ে শোলার সরু করে কাটা সুতেন, একধেরে, বিট, কলকা, কাগজের নকশা অনুযায়ী আঠা দিয়ে শোলার নকশাগুলি সেট করা হয়। এবারে একটি একটি করে চালির ধার বরাবর নকশাগুলি কাঠামোতে বা চালিতে সেট করা হয়। এই চালিতে বিভিন্ন ফুল, ফল, কলকা, জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশা আঁকা হয়।

শোলার তৈরি মনসা পট এখনো গ্রাম বাংলার মানুষ ব্যবহার করেন। সর্পের দেবী মনসাকে নিবেদন করার জন্য মনসা পূজার দিন বাড়িতে মনসা পট ঘরের একস্থানে রেখে ফুল ফল নৈবেদ্য সহকারে গ্রাম্য মহিলারা পূজা করেন। মনসা পট সাপের ফনার মতো দেখতে। শিল্পীরা প্রথমে কাগজে সাপের ফনা এঁকে নিচের দিকে একটি বাঁশের কাঠি জুড়ে দেন। ফনার চারিদিকে শোলার অংশ ও কাঠিকে শোলা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। শেষে সাধারণ রং তুলি দিয়ে সাপের মুখ, ডোরা ডোরা দাগ দেওয়া হয়। এটি এখন গ্রাম বাংলার মহিলারা মনসার প্রতিকৃতি হিসেবে পূজা করেন।

কোচবিহার জেলার বড়সাবদল গ্রামে শিল্পী হরি মালাকার বিষহরি তৈরী করেন। এটি মনসার পটের মত, তবে একটু আলাদা প্রকৃতির। কোচবিহার জেলায় মনসাকে বিষহরি বলে। এটি মনসা পূজার সময় প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয়। আবার অনেক বাড়িতে বিষহরি পূজার জন্য অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নেন। শিল্পীর বাড়িতে কেউ মারা গেলেও মৃতদেহ ঘরে রেখে বিষহরি বানিয়ে দিতে হয়। পূর্বেই অর্ডার ধরা আছে। এখানে কোন নিকট আত্মীয় মারা যাওয়ার চেয়ে বিষহরি তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা দিয়েছে। এটাই রীতি। বিষহরি দেখতে তিনকোনা প্রেমের মতো এবং মাথায় সাপের ফণা থাকে। সাদা কাগজে ত্রিভুজ করে কেটে নেওয়া হয়। কাগজের ধার বরাবর শোলার পাতলা পাতি জুড়ে আঠা দিয়ে ফ্রেমের মতো করা হয়। উপরে একটি সাপের ফনা আকৃতির পট থাকে। এবারে তিনকোনা সাদা কাগজে সাধারণ রং তুলি দিয়ে মনসা বা বিষহরির ছবি আঁকা হয়। এই বিষহরিকে কোচবিহার জেলার মানুষ দেবী হিসেবে পূজা করেন।

বাদকুল্লার চন্দন দহ গ্রামে শিল্পী তাপস মালাকার লক্ষ্মীর মুখো তৈরি করেন। এই মুখগুলি লক্ষ্মী পূজার সময় দেবী লক্ষীকে স্মরণ করে পূজা করা হয়। প্রথমে গলা-সহ মুখের আকৃতি করে কালারিং আর্ট পেপার নেওয়া হয়। শোলার খোসা ছাড়ানো যাকে কাপ তোলা বলে। কাপ তোলার পর যে শোলার খোসা সহ অংশ পড়ে থাকে সেগুলি পেপারের চারি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধারে পিছনে দিকে আটকানো হয় যাতে মুখো শক্ত হয়। মাথার দিকে তিন চারটি শোলার টুকরো পাতলা অংশ যাতে কুচি বলে সেগুলি আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। পিছনের দিকে পেপারের মাঝখান থেকে হাত ধরার মতো বাঁশের সুর ও খিল নিচের দিকে নামানো থাকে। মাঝখানে খিলটিকে পেপারে সঙ্গে আটকানোর জন্য খোশাকে আঠা দিয়ে খিলের উপর আটকে দেওয়া হয়। সামনের দিকে মাথার স্থানে রং তুলি দিয়ে চোখ, কপালে টিপ প্রভৃতি আঁকা হয়। তা শোলার টুকরো দিয়ে বানানো হয়। কালো রং দিয়ে চুল আঁকা হয়। এই মুখ্যকে বাঙালি নারীরা লক্ষীদেবীর প্রতিকৃতি রূপে লক্ষী পূজার দিন পূজা করেন।

মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসীদের নানা অনুষ্ঠানে শোলার তৈরি একধরনের মুখোশ ব্যবহার করা হয়। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর জীবনাচরণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এই মুখোশ নাচ। শোলার মোটা ফালি দিয়ে শক্ত করে বিভিন্ন ধরনের মুখোশ শিল্পীরা তৈরি করেন। এই মুখোশগুলোতে নানা রং ব্যবহার করা হয়। মুখোশগুলি হয় কালি, বাঘ, ডাকিনী, যোগিনী, রাবণ ইত্যাদি। এখানকার মানুষ অতীত স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে এই মুখোশ নাচ করে থাকেন। এই মুখোশ নাচ এখানকার মানুষের ধর্মীয় আচার রীতিনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। পশ্চিম সীমান্তে মূলত বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর জেলার মেয়েরা সারা পৌষমাস ব্যাপী টুসু ব্রত পালন করেন। এই টুসু ব্রতে শোলা দিয়ে তৈরি ছোট রথের মতো আকৃতি সামগ্রী শিল্পীরা তৈরি করেন। বাঁকুড়ার পোকাবাঁধের শিল্পী অনুপ কুমার পাত্র টুসু চৌডাল তৈরি করেন। ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় দেখা যায় শিল্পী বছরের প্রায় সব সময় এই টুসু চৌডাল তৈরি করেন। শিল্পী চৌকো করে ঘরের মতো পাটকাঠি বা বাতা দিয়ে ফ্রেম তৈরি করেন একফুট আকৃতির। তার উপর শঙ্কু আকৃতির আরেকটি কাঠামো থাকে। শঙ্কুর একেবারে চূড়ায় একটুকরো শোলার সূচালো অংশ আটকে দেওয়া হয়। তার উপর কালারিং কাগজের ছোট পতাকা থাকে। টুসু চৌডলের গায়ে কালারিং কাগজ নানা স্থানে আঠা দিয়ে লাগানো হয়। সংক্রান্তির দিন ব্রতের উপকরণ সব সঙ্গে নিয়ে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

কোচবিহার জেলার ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস সংস্কারকে কেন্দ্র করে শোলার কদম ফুল বাস্তু ভিটেতে টাঙানো থাকে। যে জমিতে মালিক বাড়ি করছে সেই জমিতে চারিদিকে পিলার তুলে রেখেছে। সেই পিলার থেকে সুতো এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত টাঙিয়ে সুতোর জাল তৈরি করে রাখা হয়। সেই জালের মাঝে মাঝে কদম ফুল ঝুলিয়ে রাখা হয়। জানা গেল এই জমিতে যাতে কোন অপদেবতা বা অশুভ শক্তি বিরাজ করতে না পারে আছে। নানা অপদেবতার প্রতি ভীতি প্রদর্শন হেতু এই রকম করা হয়েছে।

তাজিয়া ব্যবহার করে মুসলমানরা স্মরণ উৎসব পালন করে। তাজিয়া এই স্মরণ উৎসবে স্মারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেখতে অনেকটা চৌডলের মত। এটি চৌডলের মতো চূড়া বিশিষ্ট না হয় গম্বুজাকৃতি আকারের হয়। তাজিয়া তৈরীর সময় শোলা শিল্পীরা ফুল, লতা পাতা, জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশা ব্যবহার করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে শোলার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। দিনাজপুর অঞ্চলের চৈত্র মাসে গাজন উৎসব পালিত হয়। বেশ জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে গাজন উৎসব পালিত হয়। গাজনের মূল আকর্ষণ হল মুখোশ নাচ। জীবনের অতীত স্মৃতি কে কেন্দ্র করে এই মুখোশ নাচ হয়ে থাকে। মাসান কালীর মুখোশ এখানে খুব বিখ্যাত। এটি শোলা দিয়ে তৈরি হয়। বছরের সারা সময় এখানকার শিল্পীরা এই মাশান তৈরি করেন। এখানে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে হাট হয়। সেই হাটে মাসান কেনাবেচা হয়। এগুলি ১০০ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত দাম হয়। গাজনের মুখোশগুলি খবরের কাগজ দিয়ে শক্ত ভাবে তৈরি করা হয়। এই মুখোশগুলিতে আঞ্চলিকতার ছাপ ধরা পড়েছে। মুখোশগুলিতে সাধারন রং করা হয়। মুখোশগুলির মাথার উপর পাখির পালক এর মত শোলার অংশ জুড়ে দেওয়া হয়।

Reference:

১ বিশ্বাস, বিধান, শোলাশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ২০০৮, পৃ ২৩

২. মালাকার, কমল, ক্ষেত্রসমীক্ষা, শুরুল, বীরভূম।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 84
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 680 - 688
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Bibliography:

মন্ডল, সুজয় কুমার, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, পশ্চিমবঙ্গের শঙ্খ শিল্প ও শাখের শিল্পী সমাজ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭

বিশ্বাস, বিধান, শোলাশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৮

ঘোষ, প্রদ্যোত, বাংলার লোকশিল্প, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৪

মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম, (সম্পা) সমকালের ডিয়ন কাঠি, সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, ২০১০

বিশ্বাস, বিধান, শোলাশিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৮

দে, সঞ্জয়, গবেষণা অভিসন্দর্ত, 'পশ্চিমবঙ্গের মুৎশিল্প', লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, ১৯৯৪

নায়ক, জীবেশ, লোকসংস্কৃতি বিদ্যা ও লোকসাহিত্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০

নাথ, প্রমোধ, উত্তরবঙ্গের লোকজীবনে প্রচলিত ধাঁধা, প্রভা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৯

পোদ্দার, সুস্মিতা, লোকসংস্কৃতি ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০১

ভৌমিক, শিবপদ, লোকসংস্কৃতি চর্চা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জুলাই, ২০০৬

মাইতি, প্রদ্যোৎকুমার, মেদিনীপুরের লোকসংস্কৃতি, পূর্বাত্রি প্রকাশনী, তমলুক, মেদিনীপুর, ২০০১

মন্ডল, কৃষ্ণকালী, দক্ষিণ চবিবশ পরগণার বিস্তৃত অধ্যায়, নব চলন্তিকা, ৭, নবীন কুন্ডু লেন, কলিকাতা, জানুয়ারী-১৯৯৯

মুখোপাধ্যায়, ব্রতীন্দ্রনাথ, লোকশিল্প কনাম 'উচ্চ' মাগীয় শিল্প, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯৯

মণ্ডল, কাকলী ধারা, বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস, সহযাত্রী, কলকাতা, ২০১১

মালাকার, অনন্ত, দুর্গা শোলাশিল্পে, বাংলার লোকশিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষ সংখ্যং, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ১৪০৭

মণ্ডল, সুজয়কুমার, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, পশ্চিমবঙ্গের শব্দশিল্প ও শাখারি শিল্পীসমাজ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী, বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭